

ল্যাপটপ সমস্যা সমাধান

অটোমেটিক স্ক্রলের মাধ্যমে ই-বুক পড়া / রিডের জন্যঃ

আপনার ই-বুক বা pdf রিডারের Menu Bar এর View অপশনটি তে ক্লিক করে Auto /Automatically Scroll অপশনটি সিলেক্ট করুন (অথবা সরাসরি যেতে => Ctrl + Shift + H)। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে ক্লিক করে আপনার পড়ার সুবিধা অনুসারে স্ক্রল স্পীড ঠিক করে নিন।

ল্যাপটপ ইউজার দের কিছু কমন সমস্যা... ছোটখাটো সমাধান

বাংলাদেশের বর্তমান বিদ্যুৎ এর প্রকট এই সমস্যায় মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন কম্পিউটিং উপভোগ করার জন্য সামান্য দাম বেশি দিয়ে হলেও একটা ডেস্কটপের চেয়ে ল্যাপটপ কেনাকাটাকেই প্রাধান্য দেয়

আর দিবেও বা না কেন, কারন ক টাকাই আর দাম বেশি পরে? ৩ ঘন্টা ব্যাকআপের জন্য আইপিএস কিনতে গেলে ডেস্কটপের যা দাম পরবে সেটা হিসাব করতে গেলে ল্যাপটপ এর দাম অনেক কম-ই মনে হবে।

আগে ডেস্কটপ ইউজ করেছে উইনডোজ সেটাপ দেয়া ডালভাত হয়ে গেছে এরকম মনে করে সেই ডালভাত ল্যাপটপের উপর প্রয়োগ করতে যান অনেকই। কিন্তু সামান্য কিছু বিষয় না জানার জন্য অনেক প্রবলেমে পরতে হয় অনেকের। আর এর ফায়দা নেয়- ল্যাপটপের সার্ভিস সেন্টার গুলো। কোনখানেই তো ১০০০টাকার নিচে কেউ সার্ভিস করে না। সেটা শুধু উইন্ডোস সেটাপ হলেও। আইডিবি-র কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা হবে ভাবে অনেক কিছু দেখাবে, কাজের বেলায় ঠনঠন তারাও ১৫০০টাকা চেয়ে বসে শুধু উইন্ডোজের জন্য। আমার আগে ধারণা ছিল আইডিবি'র টেকনিক্যাল লোকগুলো অনেক কিছু জানে। কিন্তু বাস্তবে তাদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি আসলে কিছুই পারেনা, শুধু সিডি ঢুকিয়ে নেক্সট নেক্সট করা ছাড়া। তবে রিশিত,এবিসি কম্পু এর কয়েকজনকে বেশ ভাল লেগেছে। এই কথাগুলো আসলে বলা আপনাদের সাবধান করার জন্য, কোন প্রবলেমে আপনারাই গুগলের সাহায্য নিয়ে অনক কিছু সলভ করতে পারবেন যেগুলো আইডবিতে নিলে আজগুবি সমাধান শুনবেন। উল্টা টাকাও খসবে...

সমস্যা ১:

উইনডোস ভিসতা বা সেভেন সেটআপ হয়, এক্স পি হয় না:

খুব কমন সমস্যা। এটা হয় কারন এখনকার সব ল্যাপটপেই সাটা মুড ahci mode করা থাকে। আপনার এক্স পি ভার্সনটি যদি এই মুড সাপোর্ট না করে তাহলে একটা ব্লু স্ক্রীন দিয়ে রিস্টার্ট হয়ে যাবে। ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি একটি সাটা মুড এনাবলড সিডি দিয়ে ট্রাই করলে হয়ে যাবে। (রিকমেন্ডেড পদ্ধতি- কারন- সাটা মুডে হার্ডিস্ক আই/ও এর স্পিড বেশি থাকে, ওজিবি/সে) অথবা- বায়োসে ঢুকুন। এটা ঢুকতে হলে ব্র্যাশ ভেদে ডেল (del) কী অথবা এফ২ কী প্রেস করতে হবে।

এরপর সাটা মুড এ যেতে হবে। ahci mode টা ডিসেবল দিন। কোন কোন ব্রাশ এ ahci mode আর IDE মুড শো করে। ওখানে IDE মুড টা সিলেক্ট করে দিন। এরপর এফ১০ কী দিয়ে সেভ করে বের হয়ে আসুন।

তারপর আপনার পুরানো এক্সপি সিডি দিয়েই যথারিতি সেটাপ দিন।

সমস্যা ২

এত ফাস্ট কোর সিরিজের প্রসেসর কিন্তু এক্সপিতে স্লো কেন!!

মাইক্রোসফট উইন সেভেন কে প্রমোট করার জন্য এখন সব ল্যাপটপ ম্যানুফেকচার কোম্পানিকে বাধ্য করে সেভেন দিয়ে প্রোডাকট বের করতে। তাই সব ড্রাইভার গুলো সেভেনে খুব ভাল চলে। আর ওয়েবসাইটেও ড্রাইভার গুলো সেভেন সাপোর্টেড থাকে। এক্সপির জন্য নয়। আর কোর সিরিজের (কোরে আই৩, আই ৫, কোর৭) প্রসেসরগুলো এক্সপির চেয়ে অনেক ভাল পারফরমেন্স দেয় সেভেনে।

বাংলাদেশে কাস্টমাররা এক্সপিতেই সুবিধা বেশি পাওয়ার কারনে দোকানগুলোতে এক্সপি দিয়ে দেয়। এগুলার ড্রাইভার অন্য মডেল ঘেটে ঘুটে কেদে কেটে বের করা। সবক্ষেত্রে সঠিক ড্রাইভার দেয়া হয় না, তাই পারফরমেন্স ভাল পাওয়া যায় না। তাই পরামর্শ হল যদি আপনার ল্যাপটপে এক্সপি-ই চালাতে হয় তাহলে ডুয়েল কোর বা কোর টু ডুয়ো প্রসেসর এর ল্যাপটপ কিনুন। কারন এগুলার এক্সপি ড্রাইভার এভেইলেবল এবং নেটেও পাওয়া যায়।

সমস্যা ৩

ড্রাইভার ইন্সটল

ল্যাপটপ কেনার সময় আমরা অনেকেই খুশিতে ল্যাপটপ পেয়েই ভুলে যাই অন্য দরকারি কথা। যেমন ড্রাইভার ডিভিডি। অনেক সময় ও এস দেবার সময় ড্রাইভার ভুলে দোকানেই রেখে চলে আসেন অনেকে। এই ভুল করা যাবে না। একটা ড্রাইভার ডিভিডি তে যেই ড্রাইভার নেই সেই ড্রাইভারেরও সফটওয়্যার দেয়া থাকে। গণ হারে অনেক ড্রাইভার দেয়া থাকে। ভুলে ওগুলো ইন্সটল করে ফেললে বিপদেই পরবেন।

তাই সবচে ভাল হল ওরিজিনাল ওএস সহ ল্যাপটপ কেনা। কারন এগুলার রিকভারি হার্ডিস্কেই থাকে, যখন তখন সিডি ছাড়াই ইন্সটল করা যায়। একারণে এগুলার সাথে কোন সিডি দেয়া হয় না। নিয়ম হল এরকম উইন্ডোস সহ ল্যাপি কিনলে কেনার পরপরপই রিকভারি টি ডিভিডিতে বার্ন করে ফেলা। এটা কেনার সময় দোকান থেকে দেখে নিবেন অবশ্যই।

আর যদি পাইরেটেড ওএস দিয়ে নেন তাহলে অবশ্যই ডিভিডি ড্রাইভার থাকবে। সেখান থেকে শুধুমাত্র দরকারি ড্রাইভার গুলো আলাদা করে হার্ডিস্পকে কপি করে দিতে বলুন কেনার সময়-ই। নইলে অপ্রয়োজনীয় ড্রাইভার ইন্সটল করে পিসি হাং বা স্লো এর মত সমস্যায় পরবেন। আবার যখন ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে যাবে- এই ড্রাইভার নিতে আপনার মিনিমাম ১০০০ টাকা শেষ হবে। কারন আপনি বুঝবেন না কোন ড্রাইভারের জন্য কোন কোন সফটওয়্যার দিতে হবে।

আজ আর নয়, হাত ব্যথা হয়ে গেছে। এত খানি পড়তে যদি আগ্রহ পান তবে পরে কিছু লেখার আশা রাখি।

একটা টিপস- সবসময় যেই ব্রান্ড সেইটার সার্ভিস সেন্টার থেকে সার্ভিস নেবার চেস্টা করবেন। ওয়ারেন্টি শেষ হবার আগেই আপনার ড্রাইভার ব্যাপ বা জিগুয়াস জেনে নিবেন অবশ্যই।

ল্যাপটপের যত্ন আন্তি

আপনার যখন একটি ল্যাপটপ আছে, এর তো যত্ন করতে ই হবে। আমরা অনেকেই ডেস্কটপের মতই একে যত্ন করতে যেয়ে ভুল করে বসি। কিছু বিষয় জানা থাকলে যত্ন করতে গিয়ে ক্ষতি হাত থেকে বাচা যায়। অনেকদিন খুব স্বাচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়।

ল্যাপটপ কর্পোরেশনের(!) ময়লা সাফকরন প্রকল্প

কিছু বিষয় নিয়ে শুরু করছই এখন, তার আগে মাথা থেকে নিচের জিনিষগুলো সরিয়ে ফেলুন ল্যাপটপ পরিষ্কার করার জন্য-

১. মিঃ ব্রাশো
২. টিস্যু পেপার
৩. পানি বা বিদ্যুৎপরিবাহি তরল।
৪. শক্ত ব্রাশ

(আবারো বলছি এগুলো দিয়ে ল্যাপটপ পরিষ্কার করতে যাবার চিন্তা করবেন না ভুলেও)

আর যে জিনিষগুলো খুব দরকার:-



ছবির এরকম কিনতে পারলে খুব ভাল -

১. **এলসিডি ক্লিনার** - দেশে এভেইলেবল না, অন্তত আমি পাইনি। মালয়শিয়া থেকে ল্যাপটপ কিনলে এরকম ১০টা আইটেম ফ্রি দেয়, দেশে সব খাটাস, কেউ দেয় না এসব দরকারি জিনিষ। এলসিডি ক্লিনার টিস্যু পাওয়া যেতে পারে তবে অনেক দাম 🙄
২. **কটন এর সফট কাপড়** - অনেক সময় ল্যাপটপের প্যাকেটই ফ্রি দেয়া হয়।
৩. **ব্রাশ**- ল্যাপটপের সাথে না পেলে, রং এর দোকান থেকে ১০-১৫ টাকায় কিনতে পারবেন।
৪. **পাম্প ব্লোয়ার**- এটাও আমি দেশে কিনতে পাইনি, খুজে দেখতে হবে, তবে জিনিষটা ঠিক এমন - হাত দিয়ে পাম্প করতে হয়।



৫. **কনটাক্ট ক্লিনার**- খুবই দরকারি আর কাজের একটা জিনিস। স্টেডিয়াম মার্কেটে পাওয়া যায়। দাম ১২০-১৫০ টাকা। অনেক দিন যাবে। বাসার সব ইলেক্ট্রিক যন্ত্রেই ব্যবহার করতে পারবেন।



এইবার আসি কেমনে কি করবেন-

১. ল্যাপটপ স্ক্রিন

ল্যাপটপ স্ক্রিন এ ভুলেও মিঃব্রাশো মারতে যাবেন না। স্থায়ী দাগ পরা বা স্ক্রিন এর ক্ষতি হতে পারে। আগে পাম্প ব্লোয়ার দিয়ে ল্যাপটপের সকল আলগা ময়লা পরিষ্কার করুন তারপর এলসিডি ক্লিনারদিয়ে কটন কাপড় দিয়ে হালকাভাবে এলসিডি পরিষ্কার করুন।

অনেকে আছেন, তার মডেমটি কি বোর্ডের উপর রেখেই ডালা হালকে ভাবে রেখে দেন। এরকম করলে ভুলবশত চাপ পরে গেলে স্ক্রিনটি চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে যাবে।

আরেকটি কাজ করতে পারেন স্বচ্ছ ল্যাপটপ স্ক্রিন প্রটেক্টর কিনতে পারেন। আইডিবি সহ অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে এই জিনিষ আমার অতটা দরকারি মনে হয় না, তবে যাদের বাসায় পিচ্চি আছে তাদের ব্যবহার করা উচিত (পোস্ট এডিট করে এটা যোগ করলাম)

২. কুলিং ফ্যান।

কুলিং ফ্যান এ ময়লা জমা টা নির্ভর করে আপনি কেমন যায়গায় সেটা ব্যবহার করছেন। ধূলাময় স্থানে ব্যাভার করলে তো বেশি হবেই। এক্ষেত্রে আপনি আপনার পাম্প ব্লোয়ার ইউজ করতে পারেন। আর বেশি সাহসী হলে কনটাক্ট ক্লিনার দিয়ে তারপর পাম্প করবেন। ভয় পাবেন না এটা আমি করে দেখেছি, ভাল কাজ দেয়। কুলিং ফানে অনেকের শব্দ হয়, এভাবে করলে অনেক সময় শব্দ কমে যায়।

এভাবে যদি শব্দ/নয়েজ না যায়, তখন ল্যাপটপ টা খোলা ছাড়া মনে হয় গতি নাই।

৩. কী বোর্ড

মিঃব্রাশো দিয়ে যদি এখনও পরিষ্কার করার ইচ্ছা থাকে তাহলে বলতে হবে আপনো আপনার কীবোর্ডের কতগুলো কি কাজ করবেনা এমন অবস্থার জন্য প্রস্তুত। কারন মিঃব্রাশো দেবার কারনে কীবোর্ড এর বোতামের পিছনে থাকা সফট পিসিবি নষ্ট হয়ে যায়।

এখানে আপনি ঐ পাম্প ব্লোয়ার এবং ব্রাশ ইউজ করে যতটুকু সম্ভব ময়লা সাফ করতে পারবেন।

কী বোর্ড এর জন্য এক ধরনের লিকুইড কিনতে পাওয়া যায়, খুব-ই ঠান্ডা অনুভূত হয় এটা ইউজ করলে। ওটাও বাংলাদেশে পাওয়া যায় কিন জানি না। আমি পাই নাই 🙄

কখনও কাপড় দিয়ে কিবোর্ড মুচতে যাবেন না, এতে কী কাপড়ের আশে লেগে কী উঠে যেতে পারে। সাবধান

কী-বোর্ড প্রটেক্টর নামে পাতলা রাবারের একটা আবরন কিনতে পাওয়া যায়। ১৫০ থেকে শুরু এর দাম। এটা ইউজ করা বুদ্ধিমানের মত হবে। অনেক ছোটখাটো। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় অনেক সময় চা বা জুস জাতীয় তরল খাবার সময় ল্যাপটপে পড়ে যায়। যেহেতু কীবোর্ড দিয়ে ই এগুলো ঢেকে তাই এই প্রোটেক্টর আপনার ল্যাপটপকে সেফ রাখবে।

৪. পুরা বডি

এমনিতে হালকা কটন কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবেন। এখানে আপনার চোখ টা ঠিকমত লক্ষ্য রাখবেন। আর যেসব খাজ থাকে সেখানে ব্রাশ লাগাবেন।

ল্যাপটপ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন(!)

আপনার ল্যাপটপে একটা ব্যাটারি আছে,। নস্ট হবার মধ্যে এটা সবার আগে পড়ে। কারন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইজ করা হয় ল্যাপটপে আর এগুলার লাইফ স্প্যান ৪০০-৬০০ ফুল চার্জ & ডিসচার্জ সাইকেল হয়। মানে আপনি যদি মোবাইল ফোনের মত একে চার্জ দিয়ে ফুল করে আবার শেষ করতে থাকেন আর এভাবেই চালাতে থাকেন তাহলে অচীরেই আরেকটা ব্যাটারি কিনতে হবে।

নতুন ল্যাপটপের ক্ষেত্রে প্রথমবার ৮ ঘন্টা বন্ধ রেখে তো ল্যাপটপ ব্যাটারি চার্জ অবশ্যই করবেন আর কেনার পর প্রথম সপ্তাহে মোট চারবার চার্জ & ডিসচার্জ করে ল্যাপটপ ইউজ করবেন। মানে তখন ল্যাপটপ বন্ধ রেখে ৪ ঘন্টা চার্জ দিয়ে শুধু ব্যাটারি দিয়ে চালিয়ে আবার চার্জ শেষ করে আবার চার্জ দিবেন। এতে ব্যাটারি ফুল পারফরমেন্স এর জন্য তৈরি হবে। তবে এরকম চার্জ ডিসচার্জ করে ইউজ করার ডরকার আর নেই। পরবর্তিতে এরকম যত করবেন তত ব্যাটারীর লাইফ সাইকেল কমবেআর চার্জ দেবার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ পাবার চেষ্টা করবেন, রাতে ডেয়াই তাই ভাল চার্জের জন্য।

সাধারণভাবে চেষ্টা করবেন এসি সাপ্লাই দিয়ে চালানোর জন্য। আবার বেশি সময় যাতে এসি সাপ্লাইয়ে না চলে এ ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন। কারন তাতে ও ব্যাটারির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই ভাল নিয়ম হল বেশিক্ষন এসি সাপ্লাইয়েতে চালালে ব্যাটারি কুলে ইউজ করেন। এতে সমস্যা হবে যে কারেন্ট চলে গেলে ল্যাপটপ অফ হয়ে যাবে।

আবার ফুল চার্জ ব্যাটারি ল্যাপটপে বেশিদিন রাখা ঠিক না। তাই প্রতি ৮-১০ দিন পর পর হলেও ব্যাটারিকে ডিসচার্জ করতে সুজোগ দিন।

অনেক দিনের জন্য ল্যাপটপ বাসায় রেখে চলে যাচ্ছেন, কেউ ইউজ করবে না?? তাহলে ব্যাটারি খুলে রেখে পলিথিনে মুড়িয়ে রাখুন আর ল্যাপটপকে তার ব্যাগে রেখে (সিলকা জেল যেন থাকে ব্যাগের ভেতর) না বেশি গরম না বেশি ঠান্ডা এমন জায়গায় রেখে বেরিয়ে যান।

দেশের বাজারে ল্যাপটপের স্ক্রীন পরিস্কারের জন্য যে লিকুইড পাওয়া যায়, কেউ ভুলেও সেটা ব্যবহার করবেননা। ওর মধ্যে স্পিরিট দেয়া থাকে যা ল্যাপটপের স্ক্রীনের জন্য হারাম। ক্যামেরার লেন্স ক্লিনারেরও একই অবস্থা। ঐ ফ্লুইড দিলে লেন্সের কোটিং উঠে যায়। সবচে ভালো ক্লিনার হলো মাইক্রো ফাইবারের কাপড় হালকা ভিজিয়ে সেটা দিয়ে মোছা।

যাক আসল কথায় আসি। মোবিলিটির প্রয়োজনে আমাদের প্রয়োজন এমন এক যন্ত্র যা বহনযোগ্য হালকা, দরকারি কাজের কাজী, আর সেই সাথে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সেটা চলতে পারবে অনেকক্ষন। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে ল্যাপটপ **নেটবুক** এই চাহিদা পূরন করলেও মানুষের দরকার আরো পোর্টেবিলিটি। তাই এসেছিল **নেটবুক**- আরো হালকা আরো বেশি ব্যাটারি ব্যাপ। যদিও খুব শিঘ্রীই বাজারে রাজত্ব করবে আইপ্যাডের মত ট্যাবলেট পিসি।



নোটবুক আর নেটবুকের মধ্যে সাধারন পার্থক্য হল-

- 😊 নেটবুক অনেক হালকা (০.৯ কেজি থেকে ১.৪ কেজি এর মধ্যে)
- 😊 ব্যাটারী ব্যাপক বেশি (সাধারনত ৬ ঘন্টা তবে ৮-৯ ঘন্টার গুলাই বেশি চলে।)
- 😊 দাম কম
- 😊 মনিটর স্ক্রীন সাইজ ছোট(৭ইঞ্চ থেকে ১১.৬ ইঞ্চ, যদিও এখন স্ট্যান্ডার্ড হল ১০.১ ইঞ্চ)
- 😊 মাল্টিটাস্কিং এ ভাল না(ক্লো প্রসেসরের কারনে)
- 😊 ভাল গেম খেলা যায় না, উচিতও না।
- 😊 গ্রাফিক্স বা সিমুলেশন সফটওয়্যার চলে শামুকের পিঠে বস্তা চাপায় দিলে যেমন হয় তেমন
- 😊 ভিএলসি প্লেয়ার আটকায়ে আটকায়ে যায়
- 😊 বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাভার করা হয় [ইন্টেল এটম প্রসেসর](#) ([Click This Link](#)) , তবে কিছু কিছু (১১.৬ ইঞ্চ মনিটর আলা গুলায়)ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেলেরন বা ডুয়েল কোর প্রসেসর, সেগুলার দাম বেশি।
- 😊 ডিভিডি রম থাকে না, তবে কিছু কিছু (১১.৬ ইঞ্চ মনিটর আলা গুলায়) ডিভিডি রম থাকে, স্বাভাবিক ভাবে দাম অনেক বেশি।

নেটবুক আর নোটবুকের পার্থক্য দেখতে ইন্টেলের লিনক- [Click This Link](#)

নেটবুক মূলত হালকা ধরনের কাজের জন্যই ব্যাভার করা হয়। অনেকই ব্যাপক হিসেবে ডেসক্টপ বা নোটবুক রাখেন। দরকারেই রাখা উচিত। কারন নেটবুকে আপনি সব কাজ করতে পারবেন না। কেনার আগে তাই আপনার হিসাব করা উচিত কি কি কারনে আপনি নেটবুক টা কিনতে চাচ্ছেন।

এটম প্রসেসর নিয়ে কিছু কথা

এটম প্রসেসর মূলত মোবাইল প্রসেসর। আজকাল অনেক হ্যান্ডসেটেও এটম প্রসেসর ইউজ করা হয়, যেমন সনি-র এক্সপেরিয়া। তাই এর কাছ থেকে বেশি আশা করা ভুল। সেলেরনের চাইতে এটম অনকাংশে জ্বো, তবে পাওয়ার খুব কনজিউম করে। এগুলো যখন কাজ করে না তখন পাওয়ার এত কম নেয় যে ব্যাটারি চার্জ রিমেইনিং দেখায় ১৪ ঘন্টা !!! আর হ্যা এই প্রসেসরগুলো বিল্ট ইন থাকে মাদার বোর্ড এর সাথে।

ডিভিডি রম এবং অপারেটিং সিস্টেম

ডিভিডি নাই দেখে হা পিত্যেস করার কোন দরকার নাই। খুব বেশি প্রয়োজন হলে ৪-৫হাজার টাকায় ইউএসবি ডিভিডি রম কিনতে পাওয়া যায়। যারা বেশি বিজি বা সেটাপ দিতে ঝামেলা মনে করেন তাদের উচিট হবে অবশ্যই জেনুইন ওএস এক্সপি নেয়া। কারন এগুলো হার্ড ড্রাইভেই ব্যাকাপ ওএস থাকে প্রয়োজন মত ওএস রিকভার অপশনে ক্লিক করলে আপনা আপনিই সেটাপ শুরু হয়ে যায় আর ৩০মিনিটের মধ্যেই ড্রাইভার, বেসিক সফওয়ার সহ ইন্সটল হয়ে যায়। তবে আমার পরামর্শ হল সেভেন না ইউজ করা, এতে জ্বো পারফরমেন্স মনে হবে। অবশ্য সেভেনের একটা বেসিক ভার্সন আছে, ওটা ভালই তবে ওটাকে সেভেনের ছায়া মনে হয়, সেভেন ব্যাভারের আসল অনুভূতি আসে না।

ব্যাটারি

অবশ্যই ৬ সেল নেবেন, এতে ব্যাকআপ ৬-৮ ঘন্টা পাবেন। আর যদি ৩ সেল নেন তাহলে পাবেন মাত্র ২.৫ ঘন্টা মত। তাই দাম বেশি দিয়ে হলেও ৬ সেল নেবেন। আমি একটা এসার এস্পায়ার ওয়ান ব্যাভার করি। ব্যাকাপ ৭ঘন্টা দেয়। তবে কাজ বেশি করলে কম দেখায়। আমি ইজিলি ২ঘন্টার ৩ টা সিনেমা দেখে ফেলতে পারি।

কুলিং ফ্যান

যে কোন ল্যাপটপ কেনার সময় খায়ল রাখবেন এর কুলিং ফ্যানটা যেন সাইডের দিকে থাকে, অনেক ল্যাপটপে নিচের দিকে থাকে এতে যেটা হয় সেটা হল, গরম বাতাস বেরোতে সমস্যা হয়। অনেকে বিছানা বা বই এর উপরে রেখে ইউজ করেন, এটা ঠিক না। কাচ বা প্লাস্টিকের শক্ত শিটের উপর ব্যবহার করা যায়। সবচে ভাল হল ল্যাপটপ কুলার কেনা। এর দাম বেশি না। ৬০০-৩০০০টাকা। আর পায়ের উপর রেখে ইউজ করলে অনেকর ভবিষ্যত প্রজন্ম আনার ফ্যাক্টরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে 😊

কী বোর্ড

নেটবুকের কীবোর্ডগুলার কী সাধারনত খুব ছোট হয় বলে এতে টাইপ করতে ঝামেলা লাগে। কেনার পর ইউজ করতে সমস্যা মনে হতে পারে। আমি অবশ্য বড় সাইজের কী আছে এমন নেটবুক বেছে কিনেছি। টাইপ করতে কোন ঝামেলা লাগে না 😊

ব্যাগ

বেশিরভাগ নেটবুকের সাথেই কোন ব্যাগ দেয়া হয় না, তবে একটা পাউচ দেয়া হয়। অনেকেই অফিসের ব্যাগে নেটবুক নিয়ে ঘোরেন, সেখানে অবশ্যই ঐ পাউচের মধ্য ল্যাপটপ রেখে তবেই অফিস ব্যাগে রাখবেন। তবে শুধু ল্যাপটপ নিয়ে ঘুরতে হলে একটা ব্যাগ কিনে নেয়া ভাল।

বাংলাদেশের বাজারে এখন যে নেটবুক গুলা পাওয়া যায় তার সাধারণ স্পেকস টা হল -

এটম প্রসেসর ১.৬৬ গিহার্থ

১জিবি র্যাম

১০.১ ইঞ্চ স্ক্রীন

৬ সেল লিথিয়াম ব্যাটারি

১৬০জিবি হার্ড ড্রাইভ

দামদর

কিছু চাইনিজ ব্রান্ড আজকাল পাওয়া যায় - হাছি, ফাউন্ডার। এগুলার দাম ২২০০০-২৭০০০টাকার মধ্যে

এইচপি, ডেল এগুলো ২৮০০০-৩৩০০০টাকা

এসার ২৫৫০০-৩০৫০০টাকা

আসুস লেনোভো ২৬৫০০-৩১০০০টাকা

কিছু কিছু ব্র্যান্ড আবার সেলেরন (যেমন এসার) দিয়েও নিয়ে এসেছে। স্পেকস এ কেউ ২৫০জিবিও দিচ্ছে, ৩সেল ব্যাটারিও দিচ্ছে। আবার অনেকগুলোয় জেনুইন উইনডোস থাকে না। ইদানিং কিছু বের হয়েছে টাচ। যদিও টাচ ব্যবহার করতে ভয় লাগে আমার।

তবে আমার জানামতে নেটবুক নস্ট হয় কম। আর রাফ ইউজ ভালই করা যায়।

ভিস্তার জন্য ডিজাইন করা ল্যাপটপ কম্পিউটারে XP Setup করার পদ্ধতি

Windows Vista বাজারে আসার পর নতুন বেশকিছু ল্যাপটপ কম্পিউটারকে উইন্ডোজ ভিস্তার জন্য ডিজাইন করা হয়। এ সব কম্পিউটারে Windows XP Setup করতে গেলে মেসেজ আসে setup did not find any hard disk. এসব কম্পিউটারে Windows XP setup করতে হলে নতুন করে Windows XP CD তৈরি করে নিতে হয়। নতুন ল্যাপটপ কিনে যারা Windows XP setup করতে পারছেন না তাদের জন্য আজকের এই লেখা। Vista যদি আপনার বিরক্তির কারণ হয় তাহলে এখুনি সেটআপ করে নিতে পারেন Windows XP।

প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার

এ জন্য আমাদেরকে তিনটি সফ্টওয়্যার সংগ্রহ করতে হবে। এই তিনটি সফ্টওয়্যারের সাথে প্রয়োজন হবে সাটা (SATA) ড্রাইভার। চিস্তার কিছুই নেই সবগুলো সফ্টওয়্যার ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে। 1. nlite 2. net fremwork 2.0 3. iso buster

কম্পিউটারের প্রতিটি ডিভাইসের জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন হয়। যেমন – সাউন্ড ড্রাইভার, মাউস ড্রাইভার, হার্ডডিস্ক ড্রাইভার, সিডিরম ড্রাইভার ইত্যাদি। windows xp যখন বাজারে ছাড়া হয় তখন ল্যাপটপ কম্পিউটারগুলোতে সাটা হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হত না। এ কারণে সাটা হার্ডডিস্কের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাইভার windows xp cd-তে দেওয়া হয়নি। বর্তমানে বেশীরভাগ ল্যাপটপ কম্পিউটারেই সাটা হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হচ্ছে। windows xp cd-তে সাটা (SATA) হার্ডডিস্ক ড্রাইভার না থাকায় নতুন ল্যাপটপে xp সেটআপ করতে গেলে মেসেজ আসে setup did not find any hard disk. সাটা (SATA) হার্ডডিস্কের জন্য ড্রাইভার না থাকার কারণে এ মেসেজটি আসে। এখানে আমাদের মূল কাজ হচ্ছে windows xp cd-তে সাটা (SATA) ড্রাইভার এড করা। nlite দিয়ে xp সিডিতে যেকোন ড্রাইভার এড করা যায়।

সাটা ড্রাইভার কোথায় পাবেন

প্রত্যেকটি ল্যাপটপ কম্পিউটার কোম্পানীর নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। আপনি যে কোম্পানীর কম্পিউটার ব্যবহার করেন সে কোম্পানীর ওয়েবসাইট থেকে সাটা (SATA) ড্রাইভার সংগ্রহ করুন। অথবা গুগল থেকে সার্চ করেও সাটা (SATA) ড্রাইভার সংগ্রহ করতে পারেন। বেশীরভাগ কম্পিউটারেই Toshiba হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হয়। Toshiba সাটা হার্ডডিস্ক ড্রাইভার দিয়ে একটি সিডি বানাতে বেশীরভাগ ল্যাপটপে XP setup করা যাবে।

Dot Netframework 2.0 : net framework ছাড়া nlite setup করা যায় না। তাই আগে ডট নেটফ্রেমওয়ার্ক সেটআপ করে নিন, এরপর nlite setup করুন।

ডাউনলোড লিংক-

১. nlite(<http://www.nliteos.com/index.html>)

২. Net fremwork 2.0

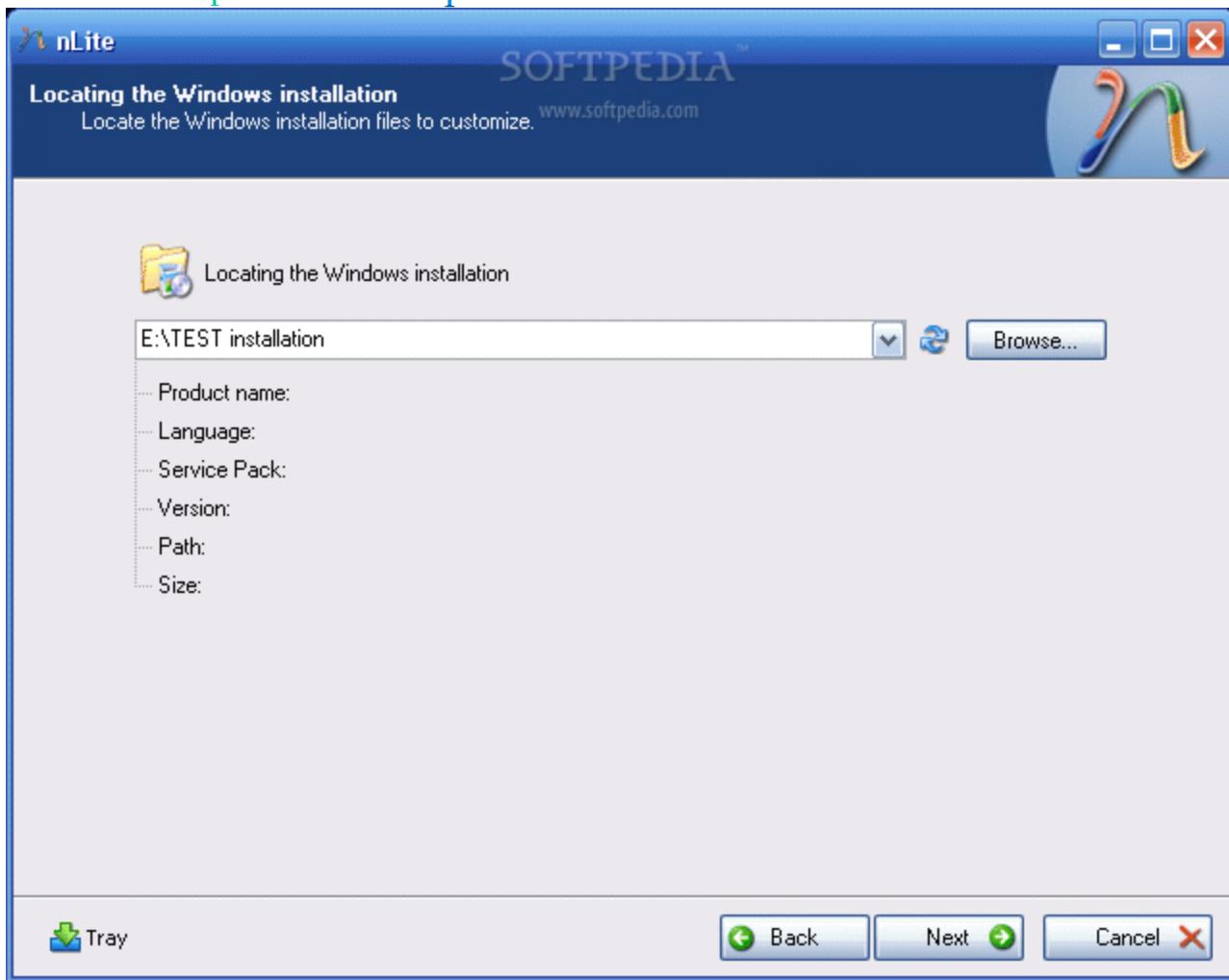
(<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en>)

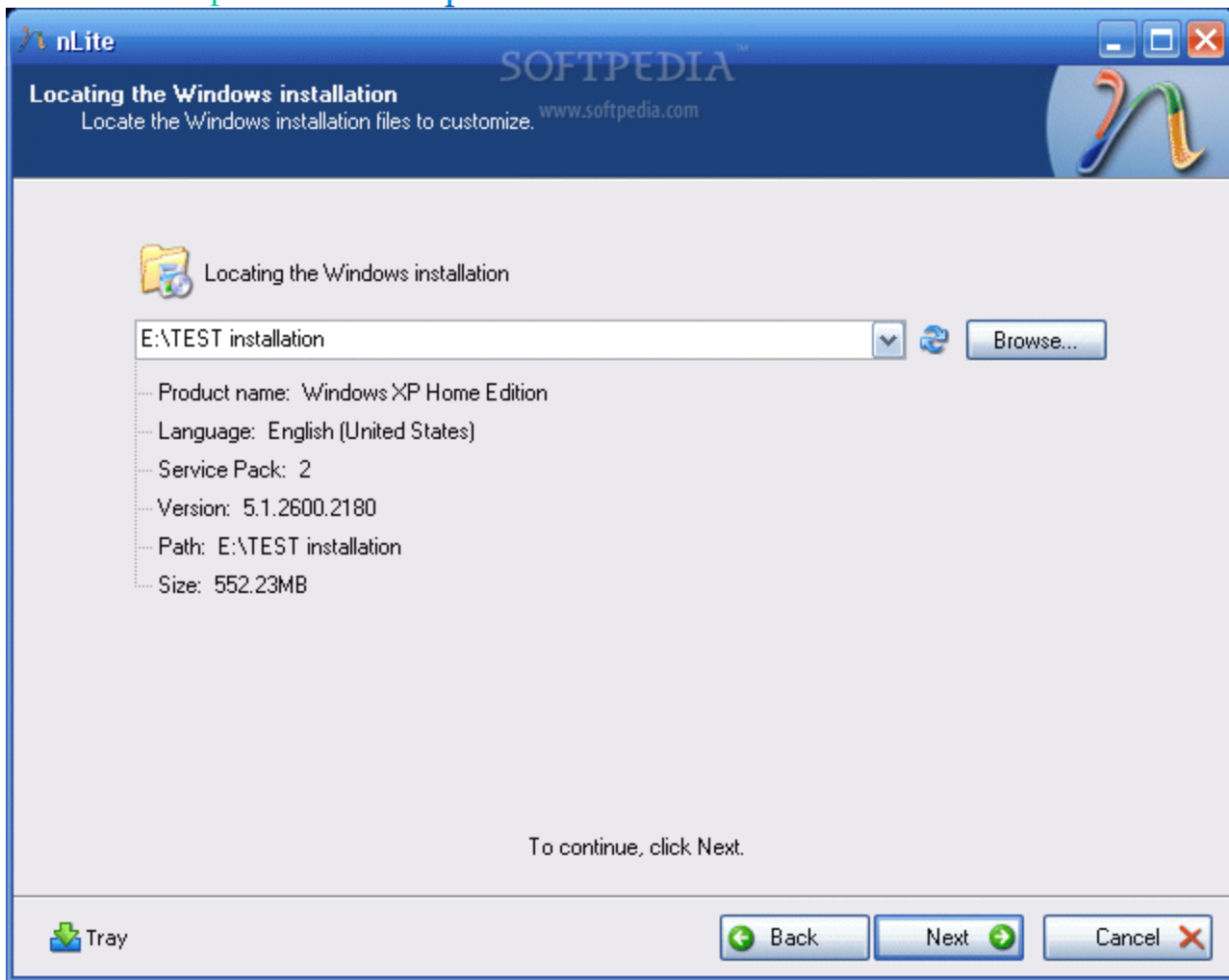
৩. iso buster (<http://www.isobuster.com/isobusterdownload.php>)

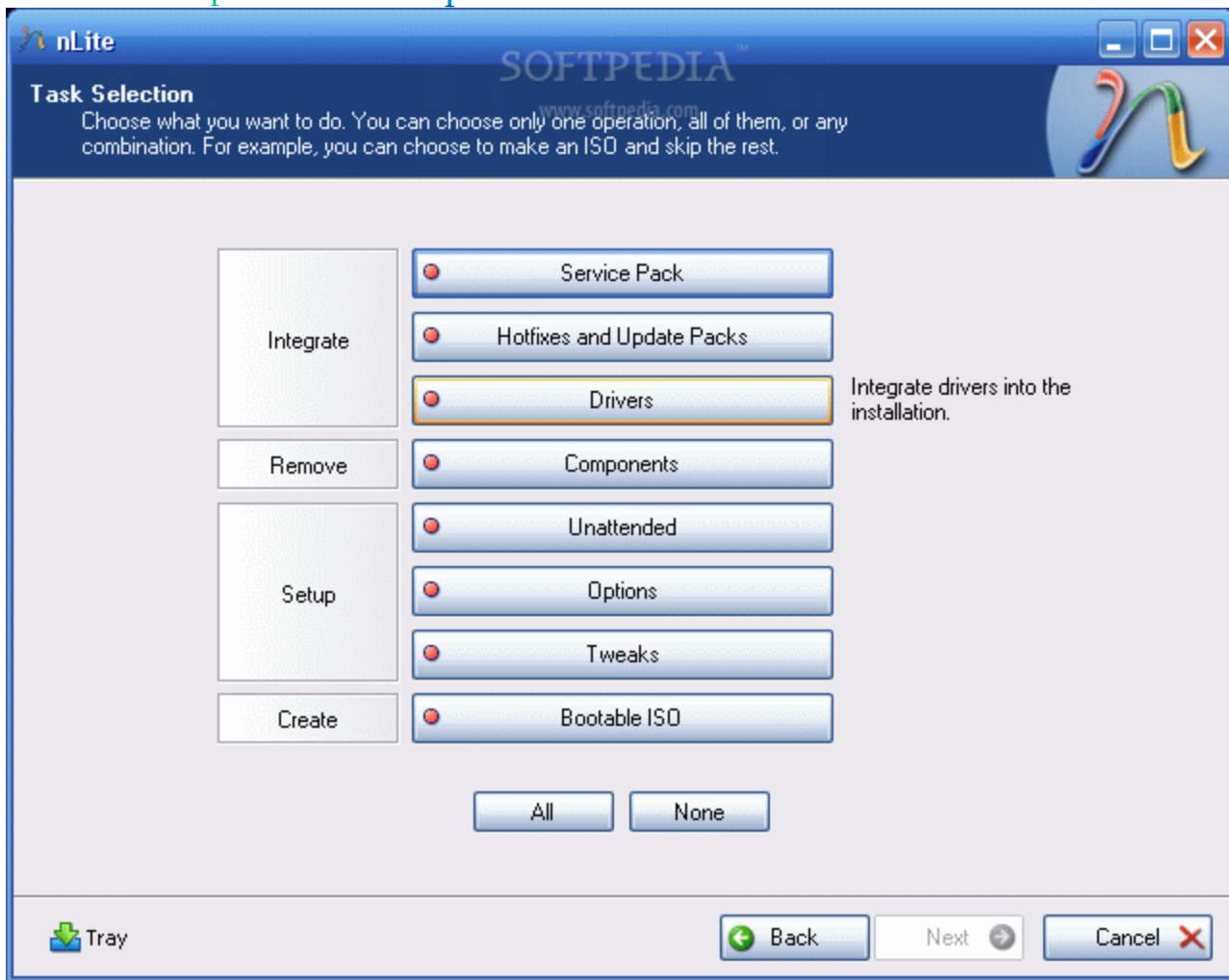
আসুন এবারে আমরা উইন্ডোজ এক্সপি সিডিকে নুতন করে তৈরি করে নেই, যা দিয়ে আমরা নতুন ল্যাপটপ কম্পিউটারগোতো উইন্ডোজ এক্সপি সেটাপ করতে পারব। প্রথমেই আইএসও বুস্টার সেটাপ করে রান করুন। এবারে উইন্ডোজ এক্সপি সিডিটি (Original XP CD) ড্রাইভে ঢুকিয়ে দিন। সিডিটি চালু করার পর আইএসও বুস্টারের লঞ্চ স্ক্রীণ থেকে bootable disc এ ক্লিক করুন। এরপর Microsoft Corporation.img এ ক্লিক করে Extract Microsoft Corporation.img ক্লিক করুন। এবারে ইমেজটি সেভ করুন। (Windows XP setup করার শুরুতে স্ক্রীনে লেখা আসে press any key to boot from cd ... এটি হচ্ছে Microsoft Corporation.img এর কাজ। কোন ফ্লোডারে কপি করা xp cd বার্ন করলে Microsoft Corporation.img টি কাজ করবে না। এজন্য ইমেজটিকে nlite দিয়ে সিডি বার্ন করায় আগে সেট করে দিতে হবে। Microsoft Corporation.img টি গুগল থেকে সার্চ করেও সংগ্রহ করা যাবে।)

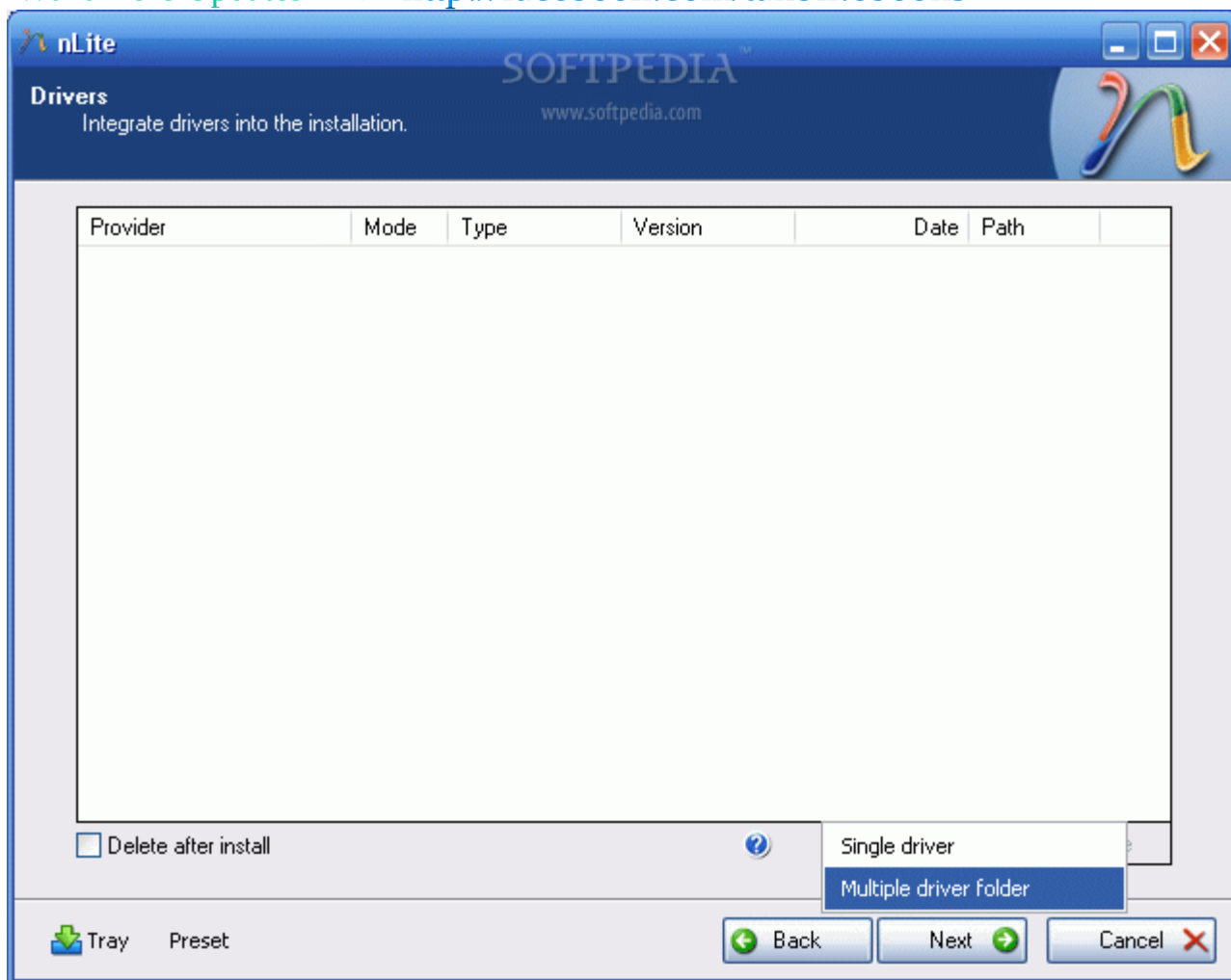
এবারে একটি ফোল্ডার বানিয়ে এক্সপি সিডিটি ফোল্ডারে কপি করুন। একই ফোল্ডারে Microsoft Corporation.img টিকেও কপি করুন। যে কম্পিউটারের জন্য সিডি তৈরি করবেন ঐ কম্পিউটারে সাটা ড্রাইভারগুলো একটি ফ্লপিতে কপি করে নিন। জিপ ফাইলগুলোকে এক্সট্রাক্ট করার পর ফ্লপিতে কোনো ফোল্ডার ছাড়া এক্সট্রাক্ট করা ফাইলগুলো কপি করুন।

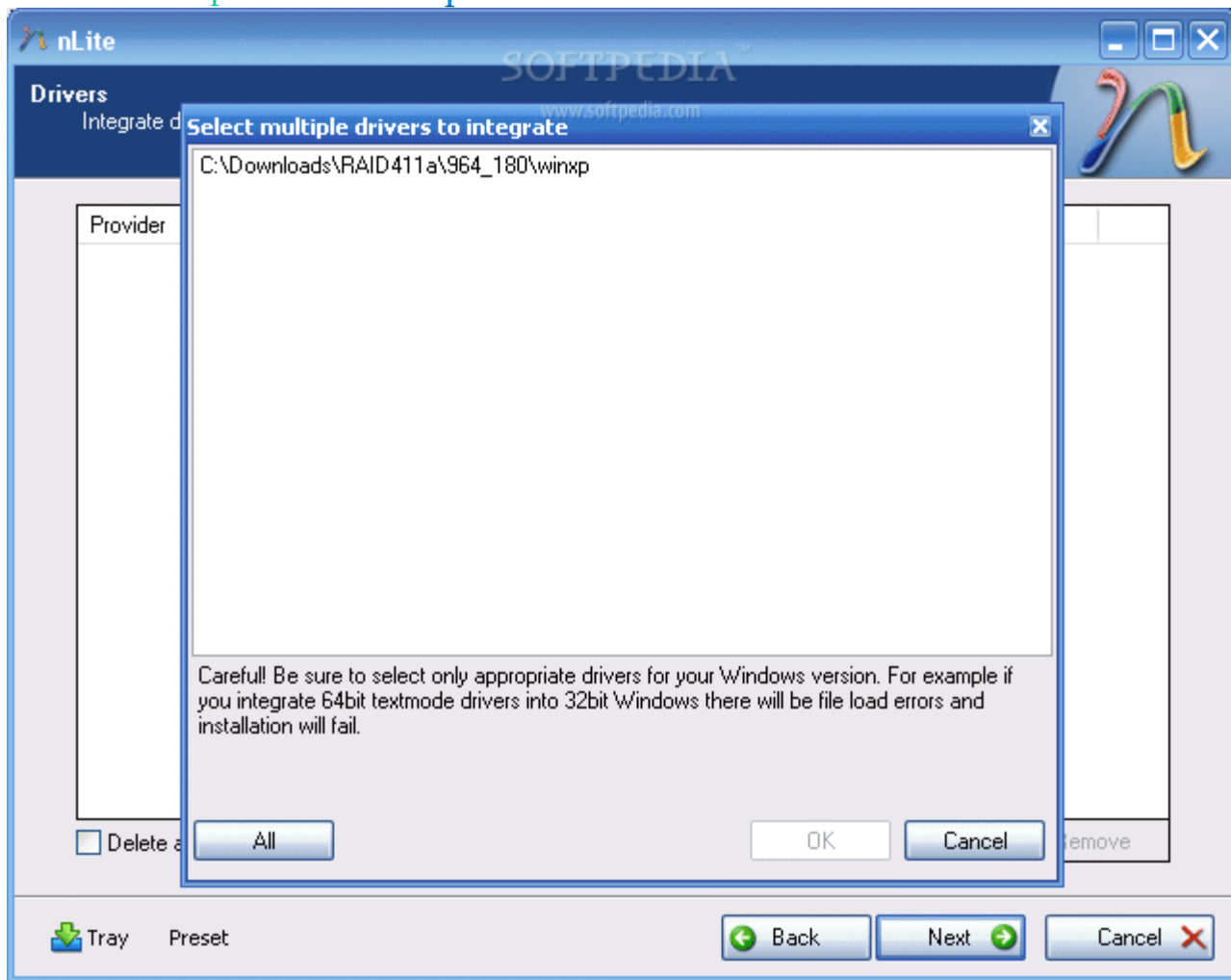
- এন লাইট রান করুন।
- নেক্সট এ ক্লিক করুন।

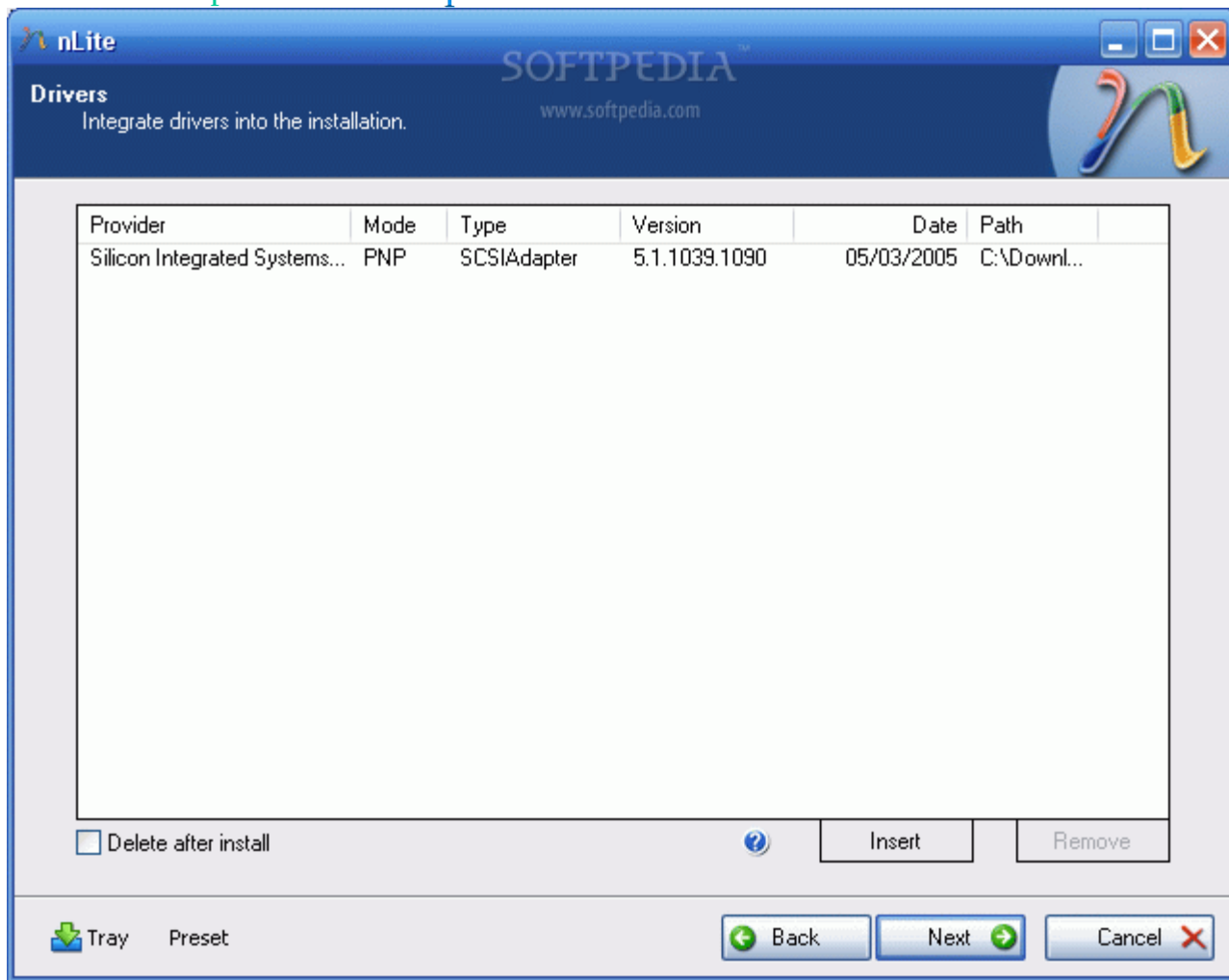


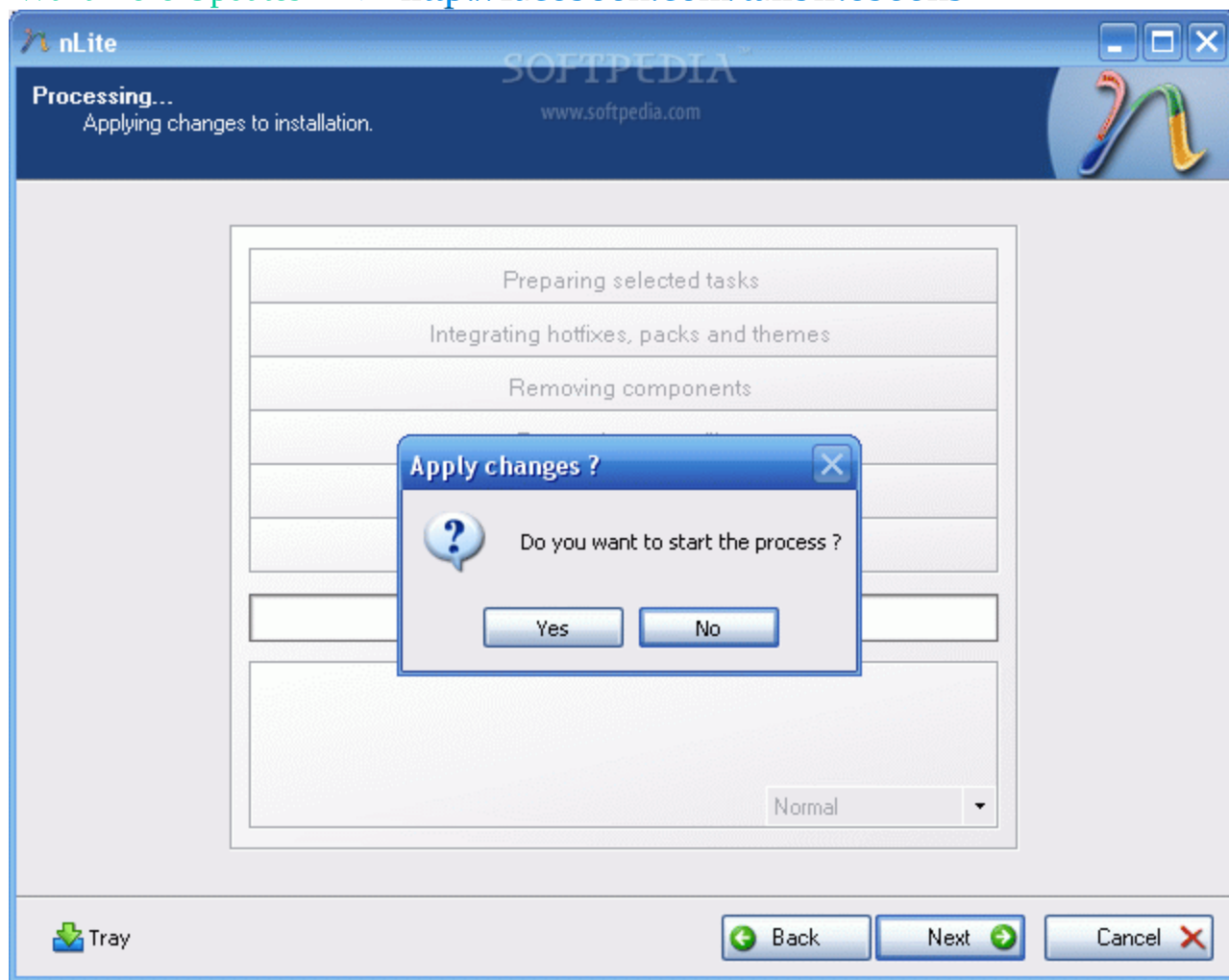


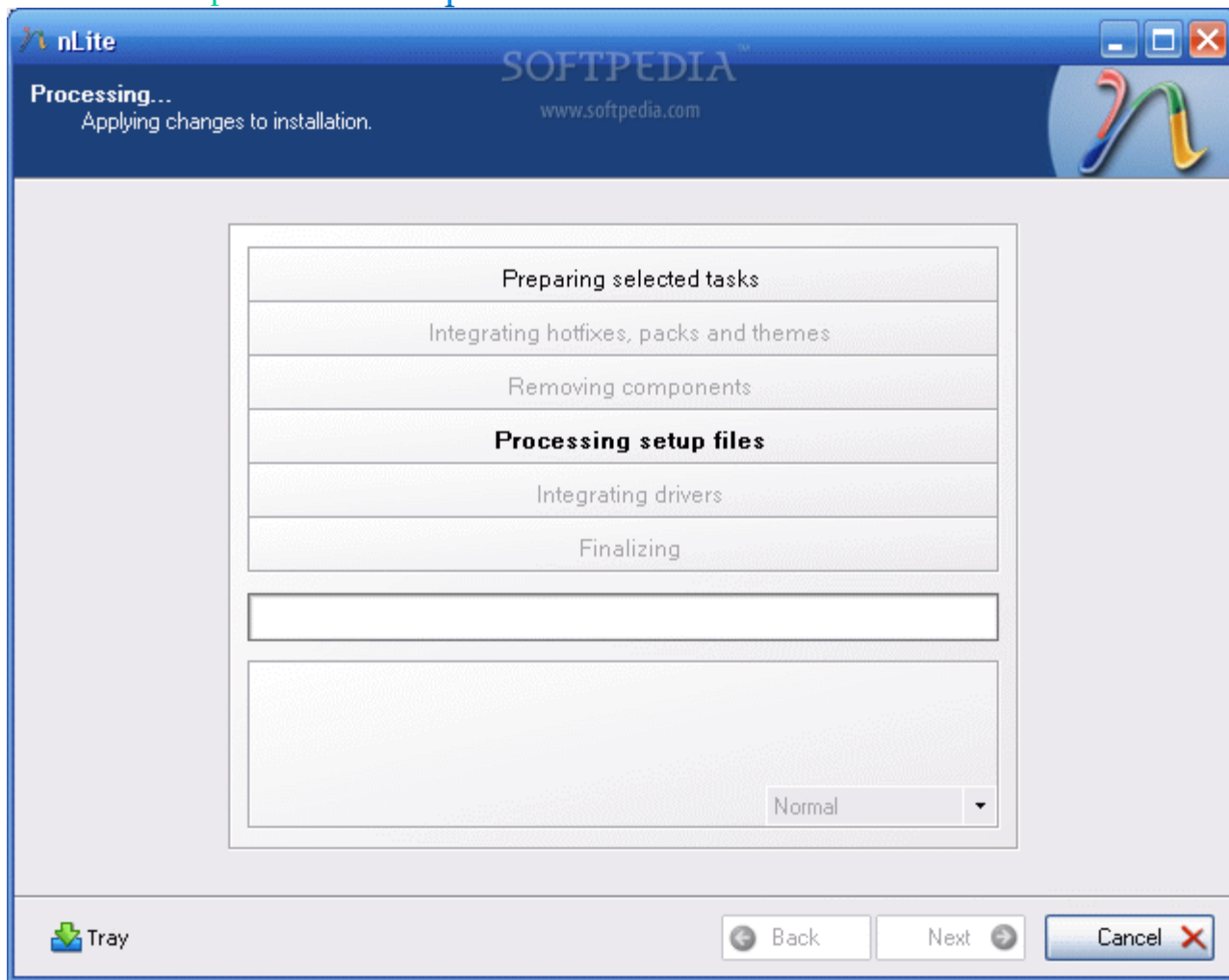


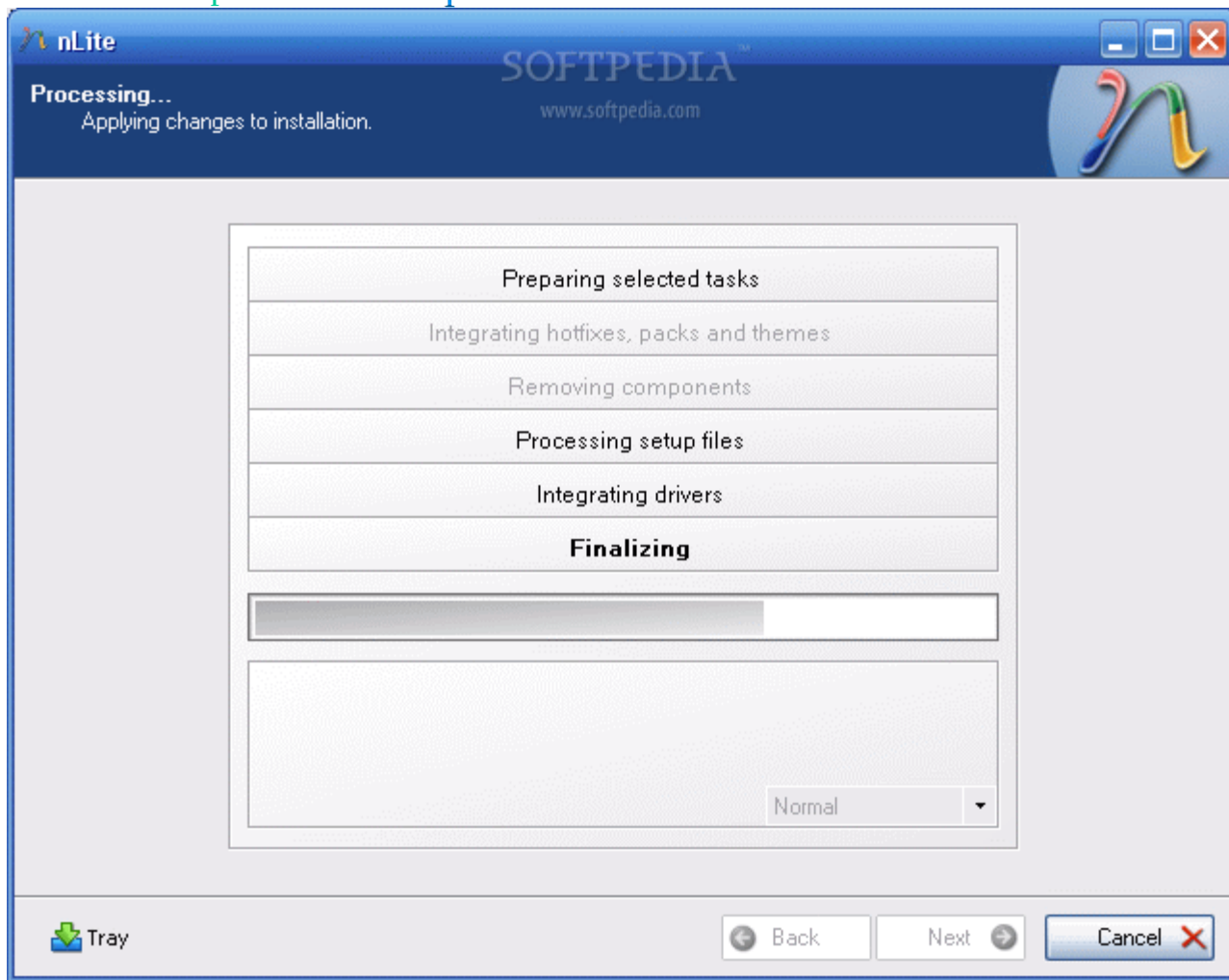


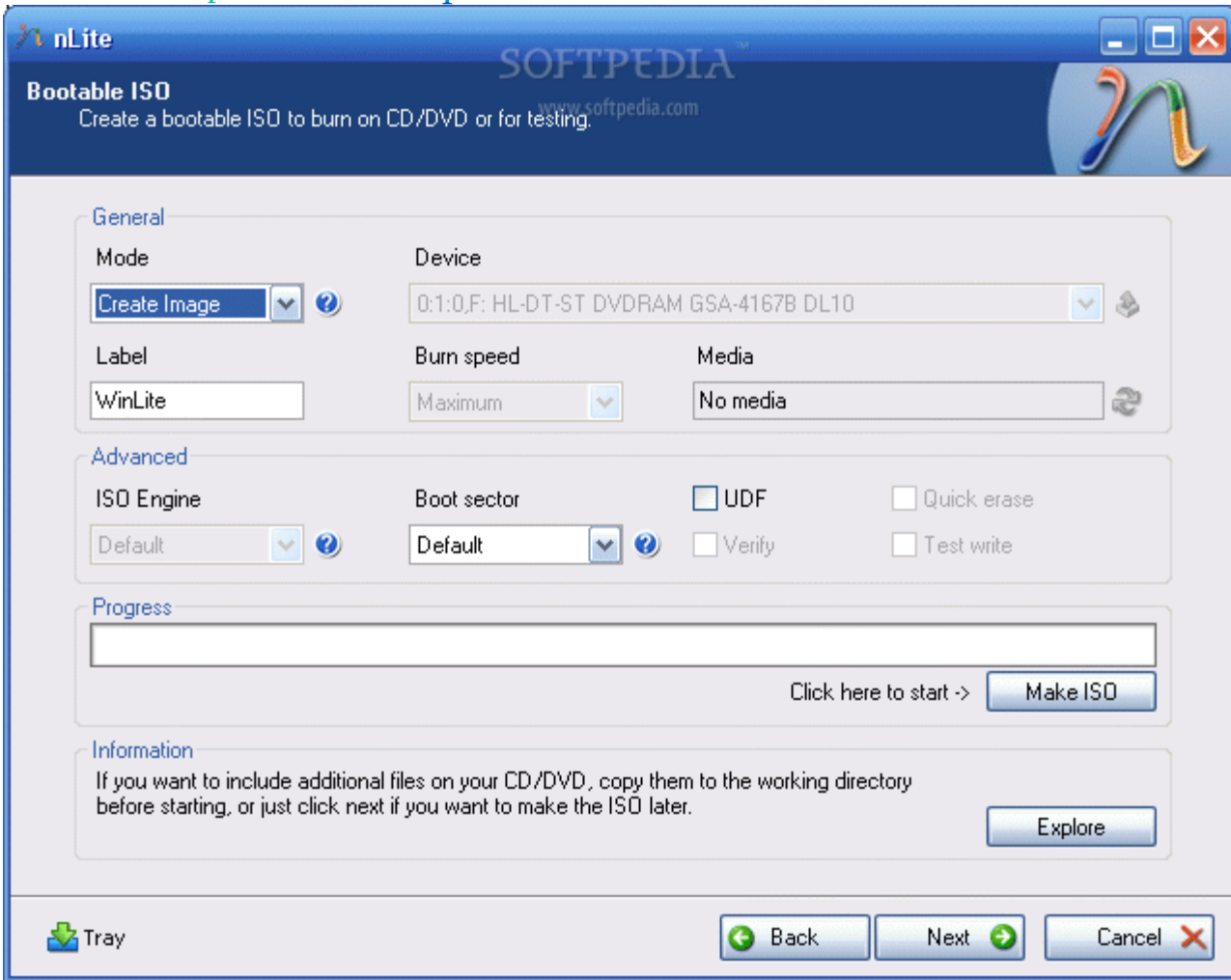












- ☆ ব্রাউজে ক্লিক করে ফোল্ডারে কপি করা এক্সপি সিডিটি লোড করুন ।
- ☆ কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে Drivers এন্ড Bootable iso সিলেক্ট করুন ।
- ☆ Insert এ ক্লিক করে ফ্লপি থেকে সাটা ড্রাইভারগুলো এড করুন । এখন nLite দিয়ে সিডি বার্ন করা যাবে ।
বার্ন করার আগে Microsoft Corporation.img টি এড করে বার্ন কমপ্লিট করুন

Want more Updates :- <http://facebook.com/tanbir.ebooks>

ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত

প্রয়োজনীয় বাংলা বই ফ্রী ডাউনলোড করতে চাইলে নিচের লিংক গুলো দেখতে পারেনঃ

☆ http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox

☆ http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox

☆ <http://somerwhereinblog.net/tanbircox>

☆ http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox

☆ http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_cox

Tanbir Ahmad Razib

 Mobile No:→ **01738 -359 555**

 E-Mail: → tanbir.cox@gmail.com

 Facebook: → <http://facebook.com/tanbir.cox>

 e-books Page: → <http://facebook.com/tanbir.ebooks>

 Web Site : → <http://tanbircox.blogspot.com>



I share new interesting & Useful Bangla e-books(pdf) everyday on my facebook page & website .

Keep on eye always on my facebook page & website & update ur knowledge .

If You think my e-books are useful , then please share & Distribute my e-book on Your facebook & personal blog .

My DVD Collection 4 U

Complete Solution of your Computer

আপনি যেহেতু এই লেখা পড়ছেন, তাই আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে অভিজ্ঞ, কাজেই কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো খারাপ বিবেচনা করার ক্ষমতা অবশ্যই আছে ...

তাই আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ “আপনারা সামান্য একটু সময় ব্যয় করে, শুধু এক বার নিচের লিংকে ক্লিক করে এই DVD গুলোর মধ্যে অবস্থিত বই ও সফটওয়্যার এর নাম সমূহের উপর চোখ বুলিয়ে নিন।” তাহলেই বুঝে যাবেন কেন এই DVD গুলো আপনার কালেকশনে রাখা দরকার! আপনার আজকের এই ব্যয়কৃত সামান্য সময় ভবিষ্যতে আপনার অনেক কষ্ট লাঘব করবে ও আপনার অনেকে সময় বাঁচিয়ে দিবে। বিশ্বাস করুন আর নাই করুনঃ- “বিভিন্ন ক্যাটাগরির এই DVD গুলোর মধ্যে দেওয়া বাংলা ও ইংলিশ বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর কালেকশন দেখে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন!”

আপনি যদি বর্তমানে কম্পিউটার ব্যবহার করেন ও ভবিষ্যতেও কম্পিউটার সাথে যুক্ত থাকবেন তাহলে এই ডিভিডি গুলো আপনার অবশ্যই আপনার কালেকশনে রাখা দরকার..... কারণঃ

☆ এই ডিভিডি গুলো কোন দোকানে পাবেন না আর ইন্টারনেটেও এতো ইম্পরট্যান্ট কালেকশন একসাথে পাবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া এত বড় সাইজের ফাইল নেট থেকে নামানো খুবই কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া আপনি যেই ফাইলটা নামাবেন তা ফুল ভার্সন নাও হতে পারে ..

☆ এই ডিভিডি গুলো আপনার কালেকশনে থাকলে আপনাকে আর কোন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বা বন্ধুত্বের খাতারে “ভাই একটু হেল্প করুন” বলে অন্যকে বিরক্ত করা লাগবে না ... ও নিজেকেও হয়রানি হতে হবে না।

☆ এই ডিভিডি গুলোর মধ্যে অবস্থিত আমার করা ৩০০ টা বাংলা ই-বুক (pdf) ও ছোট সাইজের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার আপনাদের জন্য বিনামূল্যে আমার সাইটে শেয়ার করে দিয়েছি। কিন্তু প্রয়োজনীয় বড় সাইজের বই, টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার গুলো শেয়ার সাইট গুলোর সীমাবদ্ধতা ও ইন্টারনেটের স্লো আপলোড গতির জন্য শেয়ার করতে পারলাম না। তাছাড়া এই বড় ফাইল গুলো ডাউনলোড করতে গেলে আপনার ইন্টারনেট প্যাকেজের অনেক জিবি খরচ করতে হবে ... যেখানে ১ জিবি প্যাকেজ জন্য সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা তো খরচ হবে, এর সাথে সময় ও ইন্টারনেট গতিরও একটা ব্যাপার আছে। এই সব বিষয় চিন্তা করে আপনাদের জন্য এই ডিভিডি প্যাকেজ চালু করেছি ...

মোট কথা আপনাদের কম্পিউটারের বিভিন্ন সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান ও কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজনীয় সব বই, সফটওয়্যার ও টিউটোরিয়াল এর সার্বিক সাপোর্ট দিতে আমার খুব কার্যকর একটা উদ্যোগ হচ্ছে এই ডিভিডি প্যাকেজ গুলো ...

আমার ডিভিডি প্যাকেজ গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুনঃ

All DVD Collection [At a Glance]: এই ডিভিডি গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে ধারণা লাভ করার জন্য ... শুধু একবার চোখ বুলান

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html>

E-Education: [মোট দুইটা ডিভিডি, সাইজ ৯ জিবি] আপনার শিক্ষাজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই ও সফটওয়্যার

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/04/Complete-Solution-of-your-Education.html>

Genuine Windows Collection: [মোট তিনটা ডিভিডি, সাইজ ১৩.৫ জিবি] Genuine Windows XP Service Pack 3, Windows 7 -64 & 32 bit & Driver Pack Solution 13 এর সাথে রয়েছে উইন্ডোজের জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা বই ও সফটওয়্যার

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Genuine-Windows-Collection.html>

Office & Documents: All MS Office, documents, pdf reader & Pdf edit Software এবং প্রয়োজনীয় সব বাংলা বই।

যে কোন ধরনের ডকুমেন্ট এডিট, কনভার্ট ও ডিজাইন করার জন্য এই ডিভিডি টি যথেষ্ট, এই ডিভিডি পেলে অফিস ও ডকুমেন্ট সম্পর্কিত যে কোন কাজে অসাধ্য বলে কিছু থাকবে না... আপনার অফিসিয়াল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারের সম্পূর্ণ ও চিরস্থায়ী সমাধান...

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/office-documents-soft-dvd.html>

All Design, Graphics & Photo Edit Soft: [হয়ে যান সেরা ডিজাইনার] ডিজাইন, গ্রাফিক্স ও ছবি এডিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক, টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার। ভালো ও এক্সপার্ট ডিজাইনার হওয়ার জন্য এর বাইরে আর কিছুই লাগবে না

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Design-and-Graphics-Software.html>

All Internet & Web programming Software: প্রয়োজনীয় সব বাংলা ও ইংলিশ ই-বুক, টিউটোরিয়াল ও ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Internet-And-Web-programming-Software.html>

All Multimedia & Windows Style Software: A2Z Audio & Video player, Edito & converter, CD, DVD edit ও উইন্ডোজ কে সুন্দর দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব ফুল ভার্সন সফটওয়্যার।

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/All-Multimedia-And-Windows-Style-Software.html>

5000+ Mobile Applications & games:

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/mobile-software-hardware-dvd-5000.html>

3000 +Bangla e-books Collection of best bd Writer:

☆ <http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/A2Z-Bangla-ebooks-Collection.html>